যুগান্তর

24 OCT 2013 — 20 — 8

চার বছরে অনুমোদন পেল ২৫ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

বদরুদ্দোজা সুমন

গত চার বছরে সব মিলে ২৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দিয়েছে সরকার। চিকিৎসা শিক্ষাখাতে অতীতে কোনো সরকারের আমলেই এতগুলো কলেজ অনুমোদন দেয়া হয়নি। কলেজগুলোর অনুমোদনের নেপথ্যে মোটা অংকের উৎকোচ বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি খাটানোর অভিযোগ আছে। চিকিৎসক বানানোর এতগুলো প্রতিষ্ঠান দরকার আছে কি না, সেগুলোতে পড়ানোর উপযুক্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক আছে কি নেই, সেটা বিবেচনা করা হয়নি। শুধু মেডিকেল কলেজই নয়, বেসরকারি খাতে ৭টি ডেন্টাল কলেজও অনুমোদন পেয়েছে বিগত চার বছরে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঢালাওভাবে আরও ১১টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের 'নীতিগত অনুমোদন' দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের শুরু পর্যন্ত অনুমোদন পেয়েছিল ১৪টি। অর্থাৎ এক সরকারের আমলেই ২৫টি। ২০০৮ সাল পর্যন্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছিল ৪০টি। এখন সব মিলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৫টি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি কলেজের উদ্যোক্তা পর্যায়ের ব্যক্তি যুগান্তরকে বলেছেন, এখন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন পেতে কেবল টাকা এবং ক্ষমতার জোর লাগে। তারা বলেন, 'শর্তসাপেক্ষে দেওয়া হলো'— এই কথাটুকু লাগিয়ে দিয়ে অনুমোদন দেয়া হয়। এরপরই শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর তোড়জোড় চলে। শর্তগুলো আদৌ পূরণ হল কি না সেটা দেখা হচ্ছে না। শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়া অন্য কলেজগুলোর শিক্ষক শেষ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পেল : চার বছরে অনুমোদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা, শিক্ষার মান, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে। শিক্ষার্থীরা সেখানে মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে না। তবুও কী। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি'র নামে এককালীন আদায় করা হচ্ছে ১৩ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকা। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক-কর্মকর্তারা বলছেন, এত বেশি বেসরকারি কলেজ অনুমোদনের মূল কারণ বাণিজ্যিক। বেসরকারি খাতের চিকিৎসা শিক্ষা কার্যত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনুমোদন পেয়ে গেলেই ভর্তির নামে টাকা আদায়ের সুযোগ হয়। এ কারণে অনুমোদনের জন্য টাকা ঢালতে আপত্তি নেই আবেদনকারী উদ্যোক্তাদের।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি। ২০১০ সাল থেকে বেসরকারি কলেজ অনুমোদনের হিড়িক পড়ে। ২০১৩ সালের শুরু পর্যন্ত ১৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র বলছে, আগামী ৩১ অক্টোবর মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে নতুন ১১টি কলেজের ব্যাপারে 'সবকিছু চূড়ান্ত' হয়ে যাবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সূত্রগুলো। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানাচ্ছে, কলেজ অনুমোদন নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চলছে ব্যাপক তদবির।

অবশ্য স্বাস্থ্য সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, বেসরকারি মেডিকেলে বিদেশী শিক্ষার্থী কোটা বাড়ানোর প্রস্তাবনাসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হবে ৩১ অক্টোবর। নতুন ১১টি কলেজের নীতিগত অনুমোদন তো হয়ে গেছে। এটা নিয়ে নতুন আর কোনো আলাপ নেই।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাগজপত্রে দেখা যায়, ২০১০ সালে ৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেয়েছিল। ২০১১ সালে ৫টি, ২০১২ সালে ৫টি এবং ২০১৩ সালের শুরুতে অনুমোদন পায় একটি কলেজ। আর সরকারের শেষ বছরে একসঙ্গে ১১টি অনুমোদন পেল।

আগের ১৪ কলেজ : গত ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণী যুগান্তরের হাতে আছে। সেখানে দেখা যায়, ২০১০ সালে অনুমোদন পাওয়া কলেজগুলো হল— ফরিদপুর ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ, পপুলার মেডিকেল কলেজ। ২০১১ সালে অনুমোদন পেয়েছিল— এমএইচ শমরিতা মেডিকেল কলেজ, মুগ্দা মেডিকেল কলেজ, সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, মার্কস মেডিকেল কলেজ। ২০১২ সালে অনুমোদন দেয়া হয়— ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, আদ্-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ, গাজী মেডিকেল কলেজ, বারিন্দ মেডিকেল কলেজ, সিটি মেডিকেল কলেজ। ২০১৩ সালের শুরুতে অনুমোদন পায় আশিয়ান মেডিকেল কলেজ।

কলেজ অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের কর্মকর্তারা 'বিব্রত' বোধ করেন। দায়িত্বশীল পদে কর্মরত একজন বলেন, ১১টি কলেজ একসঙ্গে অনুমোদনের কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তার সোজা কথা, পরিদর্শনকালে সর্বোচ্চ নীতিগত অনুমোদনকৃত ৫০ শতাংশের বেশি প্রতিষ্ঠানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বলেন, আসল খেলা আরও ওপরে চলে। সেখান থেকে নির্দেশনা আসে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ইশারায় কলেজ অনুমোদন দিতে হয়। এক্ষেত্রে টাকার খেলা আছে। এক সরকারের আমলে ২৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন করলে কেউ কেউ বলছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সচিবকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। বিষয়টি স্পর্শকাতর। কিছু বললে রক্তচক্ষু দেখতে হবে।

মেডিকেল কলেজগুলোর কার্যক্রম ও শিক্ষার মান তদারকির দায়িত্ব কাগজে-কলমে স্বাস্থ্য অধিদফতরের। অনুমোদনের আগে সরেজমিন পরিদর্শন টিমে অধিদফতরের প্রতিনিধিত্ব আছে। যুগান্তর প্রশ্ন করলে অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার শিফায়েত উল্লাহ বলেন, কলেজ অনুমোদন করে মন্ত্রণালয়। অনুমোদন পাওয়ার পর অধিদফতরের দায়িত্বে আসে। তিনি আর বেশি কিছু বলতে রাজি হননি।

নতুন আরও ১১টি : ৩০ সেপ্টেম্বর যেসব কলেজ নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে সেগুলো হলো— আদ্-দ্বীন-বসুন্ধরা মেডিকেল কলেজ, শাহ মাখদুম মেডিকেল কলেজ, কেয়ার মেডিকেল কলেজ, ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ, জালিয়ার উদ্দিন মেডিকেল কলেজ, অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ মেডিকেল কলেজ, খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ, ম্যাইডিউ মেডিকেল কলেজ, পোর্ট সিটি মেডিকেল কলেজ এবং ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ।

কলেজগুলোর উদ্যোক্তা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী গ্রুপ, প্রতিমন্ত্রী, আমলা, অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক, স্বাচিপ ও বিএমএ'র বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতা উদ্যোক্তা হিসেবে কলেজগুলো অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিলেন। নীতিগত অনুমোদনপ্রাপ্ত একটি কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ। সূত্রগুলো জানাচ্ছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টিমের সদস্যরা নতুন কলেজগুলো পরিদর্শন করে সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইউএস-বাংলা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করে এসে টিমের এক সিনিয়র সদস্য এ প্রতিবেদককে বলেছিলেন, তার কাছে ভালো মনে হয়নি। আরও কয়েকটি কলেজের ব্যাপারেও পরিদর্শন টিমের সদস্যদের বিরূপ মনোভাব দেখা গিয়েছিল। সর্বশেষ খবর বলছে, অদৃশ্য ইশারায় চূড়ান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে আপত্তিগুলোর যথার্থ বিবরণ ছিল না। ২১ অক্টোবর স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক সিপিডি বোর্ড মিটিংয়ে যোগ দিতে চীন গেছেন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি সূত্র বলছে, পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যপত্রে মন্ত্রীর স্বাক্ষর করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সেখানে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনের কথা বলা আছে। মন্ত্রী দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ইউটার্ন : ২০১২ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক বর্তমান সরকারের আমলে আর কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন না দেয়ার কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। অথচ নতুন ১১টি অনুমোদন পেল। আশিয়ান মেডিকেল কলেজও অনুমোদন পেয়েছে মন্ত্রীর ঘোষণার পরে। যুগান্তরের কাছে থাকা তথ্য-উপাত্ত বলছে, ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ওইদিন মন্ত্রী বলেছিলেন, 'নতুন আর কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়া হবে না।'